জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৯

যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (অধিভুক্ত কলেজসমূহের গভর্ণিং বডি) সংবিধি ১৯৯৩ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (অধিভুক্ত কলেজসমূহের গভর্ণিং বডি) সংবিধি অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজন সেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৭ নম্বর আইন) এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ সংবিধি প্রণয়ন করা হইল;

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ**

(ক) এই সংবিধি "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৯" নামে অভিহিত হইবে;

(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই সংবিধিতে

(ক) "আইন" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৭ নং আইন)।

(খ) "অধিভুক্ত কলেজ" অর্থ আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন এর বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ও অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(গ) "সংবিধি" ও " রেগুলেশন" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর সংবিধি ও রেগুলেশন;

(ঘ) "অধ্যক্ষ" অর্থ অধিভুক্ত এবং অংগীভূত কলেজের প্রধান;

(ঙ) "কলেজ" অর্থ অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(চ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়;

(ছ) "শিক্ষক" অর্থ কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক অথবা এমন কোন ব্যক্তি যিনি কলেজে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন। (কলেজের নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, প্রদর্শক ও শরীরচর্চা শিক্ষক কলেজের শিক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন;)

(জ) "ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ঝ) "বিধিসম্মত অভিভাবক" অর্থ কলেজে নিয়মিত অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর পিতা বা মাতা;
তবে শর্ত থাকে যে, পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে অভিভাবকত্ব আইনের বিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তি বিধিসম্মত অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইবেন।
আরও শর্ত থাকে যে, কোন বিবাহিতা মহিলার স্বামী তাঁহার বিধিসম্মত অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তিনি নিজে একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র না হন।

(ঞ) "সিন্ডিকেট" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট;

(ট) "প্রতিষ্ঠাতা" অর্থ বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ট্রাষ্ট দলিলসহ অন্যান্য প্রাসংগিক দলিলপত্রে প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;
তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বা আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা ন্যূনপক্ষে যথাক্রমে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং ১৫,০০,০০০/-(পনের লক্ষ) টাকা অথবা সমমূল্যের সম্পত্তি কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় দান করিলে এবং তাহা প্রতিষ্ঠাকালীন সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত হইলে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে তাহাদের মনোনীত একজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ঠ) "দাতা" অর্থ যাহারা ন্যূনপক্ষে ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা বা তদুর্ধ অথবা সমমূল্যের সম্পদ কোন বেসরকারি কলেজকে এককালীন দান করিবেন। দাতাগণ দাতা প্রতিনিধি নির্বাচনে আজীবন অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে তাঁহাদের কোন উত্তরাধিকারীর এই অধিকার থাকিবে না। গভর্ণিং বডি গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ন্যূনপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে গভর্ণিং বডির/এডহক কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া দাতা সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় দিয়া অধ্যক্ষ নোটিশ জারি করিবেন। নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা তদুর্ধ অথবা সমমূল্যের সম্পদ কলেজকে এককালীন দান করিবেন। দানকৃত টাকা কলেজের অনুকূলে জেনারেল ফান্ডে জমা দিয়া সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবেন।

(ড) **"হিতৈষী" অর্থ যাঁহারা কলেজের অনুকূলে এককালীন ন্যূনপক্ষে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দান করিবেন। গভর্ণিং বডি গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ন্যূনপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে গভর্ণিং বডির/এডহক কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া হিতৈষী সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় দিয়া অধ্যক্ষ নোটিশ জারি করিবেন। নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা কলেজের অনুকূলে জেনারেল ফান্ডে জমা দিয়া হিতৈষী সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবেন।**

৩। প্রত্যেক অধিভুক্ত কলেজ (সরকারি ও বেসরকারি) সর্ব সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

৪। **গভর্ণিং বডি গঠন ঃ**

(ক) প্রত্যেক অধিভুক্ত কলেজ (সরকারি ও বেসরকারি) নিয়মিতভাবে গঠিত একটি গভর্ণিং বডি দ্বারা পরিচালিত হইবে। **এই গভর্ণিং বডির কার্যকাল হইবে ২ (দুই) বৎসর।**

(খ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সকল কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

১	সভাপতি	১ জন	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
২	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	১ জন	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
৩	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	১ জন	**ডিজি মাউশি কর্তৃক মনোনীত**
৪	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	১ জন	শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত
৫	অভিভাবক প্রতিনিধি	৩ জন	নির্বাচিত
৬	প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি	১ জন	নির্বাচিত
৭	দাতা প্রতিনিধি	১ জন	নির্বাচিত
৮	হিতৈষী প্রতিনিধি	১ জন	নির্বাচিত
৯	শিক্ষক প্রতিনিধি	৩ জন	নির্বাচিত ৩ (তিন) জন শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্যে অন্তত: একজন মহিলা শিক্ষক অর্ন্তভুক্ত হইবেন
১০	সদস্য-সচিব	১ জন	অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে)
১১	চিকিৎসক	১ জন	কো-অপ্টেড
		১৫ জন	

১. **সভাপতি ঃ** ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি

২. সদস্য-সচিব ঃ কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা (পদাধিকারবলে)

৩. অন্যান্য সদস্য ঃ

(i) **৩ (তিন) জন শিক্ষক প্রতিনিধি ঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসরণপূর্বক নিয়োগকৃত পূর্ণকালীন/নিয়মিত (এমপিও ভুক্ত না হইলেও) শিক্ষকগণের ভোটে **দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত** হইবেন।

কোন খণ্ডকালীন ও সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত শিক্ষকের ভোটাধিকার থাকিবেনা। তবে আইন কলেজের খণ্ডকালীন শিক্ষকগণের ভোটাধিকার থাকিবে। সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ছাড়া গভর্ণিং বডির অন্য কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(ii) **৩ (তিন) জন বিধিসম্মত অভিভাবক প্রতিনিধি ঃ** যাহারা বিধিসম্মত অভিভাবকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, বিধিসম্মত অভিভাবক যদি ছাত্র/ছাত্রী নিজেই হয়, তবে সে বিধিসম্মত অভিভাবকগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারিবে না। কলেজের কোন কর্মচারী কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিধিসম্মত অভিভাবক হইলে তিনিও বিধিসম্মত অভিভাবক প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। পিতা মাতার অবর্তমানে মনোনীত বিধিসম্মত অভিভাবক, অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। **নির্বাচিত অভিভাবক প্রতিনিধির মেয়াদকাল হইবে ২ (দুই) বৎসর।**

(iii) **২ (দুই) জন বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি ঃ** যাঁহাদের একজন ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক এবং অপর জন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা থাকিলে আরও একজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য থাকিবেন যিনি সংশ্লিষ্ট উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সকল ক্যাটাগরির বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধির শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী হইতে হইবে। **মনোনয়নের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ অগ্রাধিকার পাইবেন।**

(iv) **প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি ঃ** প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। **নির্বাচিত প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধির মেয়াদকাল হইবে ২ (দুই) বৎসর।** তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠাতা একজন হইলে তিনিই সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। আরও শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠাতা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা হইলে এই সংস্থা গভর্ণিং বডির সদস্য হিসাবে একজন ব্যক্তিকে সেই গভর্ণিং বডির সময়কালের জন্য মনোনয়ন দান করিতে পারিবে।

(v) **দাতা প্রতিনিধি ঃ** দাতাগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি দাতা সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। **নির্বাচিত দাতা প্রতিনিধির মেয়াদকাল হইবে ২ (দুই) বৎসর।**

(vi) **হিতৈষী প্রতিনিধি ঃ** হিতৈষীগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি হিতৈষী সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। **নির্বাচিত হিতৈষী প্রতিনিধির মেয়াদকাল ২ (দুই) বৎসর।**

(vii) **একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ঃ** গভর্ণিং বডির প্রথম সভায় একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক মনোনীত (কো-অপ্টেড) করা যাইবে।

(viii) গভর্নিং বডির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ উপরে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাঁহাদের মেয়াদকাল শেষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) কোন ব্যক্তি গভর্ণিং বডির নির্বাচনে একাধিক ক্যাটাগরি হইতে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(ঘ) বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কলেজের গভর্ণিং বডি উপরে বর্ণিত পদ্ধতি বহির্ভূতভাবেও গঠিত হইতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে গভর্ণিং বডি গঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমোদন ও সম্মতিক্রমে হইবে।

(ঙ) গভর্ণিং বডির সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যের মনোনয়নের জন্য আবেদন পত্রের সাথে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের Curriculum Vitae (CV) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি প্রেরণ করিতে হইবে। **সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য হইতে হইলে মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের ন্যূনপক্ষে স্নাতক ডিগ্রীধারী হইতে হইবে।**

(চ) নিয়োগ নির্বাচনী কমিটিতে গভর্ণিং বডির মনোনীত সদস্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি অথবা ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী গভর্ণিং বডির অন্য কোন সদস্যকে নিয়োগ কমিটিতে প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

(ছ) সরকারি কলেজের গভর্ণিং বডি গঠনের ক্ষেত্রে উপরের ৪ (খ) ৩ (অন্যান্য সদস্য) এর (iv), (v), ও (vi) উপধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(জ) বিভিন্ন ক্যাটাগরির নির্বাচন/মনোনয়ন সম্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রামাণ্য কাগজপত্রসহ সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের জন্য নির্ধারিত ফরমে গভর্ণিং বডির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে আবেদন করিতে হইবে।

৫। ৩/৪ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স পরিচালনাকারী অধিভুক্ত প্রফেশনাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির গঠন ৪ নং ধারার ন্যায় একই রকম হইবে। তবে, আইন কলেজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আইনজীবী/আইনবিদ/ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক/বিচারকগণকে গভর্ণিং বডির সভাপতি হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এক বছর মেয়াদী প্রফেশনাল কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অভিভাবক প্রতিনিধি প্রযোজ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সিন্ডিকেট ইতঃপূর্বে প্রফেশনাল কোর্সে পাঠদানকারী যে সকল কলেজ/প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ গভর্ণিং বডির কাঠামো অনুমোদন **প্রদান করিয়াছেন, সেই কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহ** এই বিধির আওতায় আসিবে না।

ট্রাস্ট/ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত গভর্ণিং বডির কাঠামো নিম্নরূপ হইবে :

ক্রম	পদের নাম	সংখ্যা	মনোনয়নদানকারী কর্তৃপক্ষ	
১	সভাপতি	১ জন	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত	
২	ক) বিদ্যোৎসাহী সদস্য	২ জন	১ জন	ট্রাষ্ট/ফাউন্ডেশন কর্তৃক মনোনীত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত
			১ জন	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
	খ) বিদ্যোৎসাহী সদস্য	৩ জন	সরকার কর্তৃক মনোনীত (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)	
৩	শিক্ষক প্রতিনিধি	২ জন	প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত হইবেন	
৪	ট্রাষ্টি/ফাউঃ সদস্য	২ জন	ট্রাষ্টিদের/ফাউন্ডেশন সদস্যদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন	
৫	সদস্য-সচিব	১ জন	পদাধিকারবলে কলেজের অধ্যক্ষ	
		১১ জন		

৬। **এডহক কমিটি ঃ**

(ক) কোন কলেজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্ণিং বডি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হইলে অথবা কোন গভর্ণিং বডি বাতিল হইলে অথবা কোন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ডিগ্রী কলেজ হিসাবে অধিভুক্তি লাভ করিলে নিম্নরূপ এডহক কমিটি গঠিত হইবে ঃ

১. সভাপতি ঃ ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত;
২. সদস্য-সচিব ঃ কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা (পদাধিকারবলে);
৩. বিদ্যোৎসাহী সদস্য একজন (ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী) ঃ ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত;
৪. শিক্ষক প্রতিনিধি একজন ঃ শিক্ষকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;
৫. প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন অথবা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য না থাকিলে দাতা ও হিতৈষীগণের মধ্যে হইতে একজন সদস্য, যিনি এডহক কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন (বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

এডহক কমিটির সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য হইতে হইলে মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের ন্যূনপক্ষে স্নাতক ডিগ্রীধারী হইতে হইবে।

(খ) এডহক কমিটির মেয়াদ সাধারণতঃ ৬ (ছয়) মাস হইবে;

(গ) এডহক কমিটি নিয়োগ কার্যক্রম ব্যতীত গভর্ণিং বডির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সকল দায়িত্ব পালন করিবে। তবে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কলেজের নিয়মিত গভর্ণিং বডি গঠনের কার্যক্রম এডহক কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ঘ) **এডহক কমিটি নির্ধারিত মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হইলে তার কার্যকাল হারাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ অবস্থায় ভাইস-চ্যান্সেলর এডহক কমিটির মেয়াদ সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন। বর্ধিত সময়কালের মধ্যে গভর্ণিং বডি গঠনে ব্যর্থ হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর এডহক কমিটি পুনর্গঠন করিতে পারিবেন।**

(ঙ) ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে এডহক কমিটির সভার কোরাম (Quorum) হইবে।

৭। **গভর্ণিং বডির সভাপতি বা কোন সদস্য পদে মনোনয়নদানে মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ ভাইস-চ্যান্সেলরের নিরংকুশ এখতিয়ার থাকিবে এবং এইরূপে মনোনয়নদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার পর যে কোন সময় এই মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং নতুন মনোনয়নদান করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি একটি কলেজের গভর্ণিং বডিতে একাধিক মনোনয়নদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মনোনয়ন লাভ করিতে পারিবেন না বা একাধিক ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত/মনোনীত হইতে পারিবেন না।**

৮। উপরে উল্লিখিত ৪ ধারার অধীনে বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি মনোনীত না হওয়ার কারণে গভর্ণিং বডির কার্যক্রম ব্যাহত হইবে না।

৯। অধিভুক্ত কলেজে গভর্ণিং বডির সভাপতি ও সদস্যগণ বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন এবং তাঁহারা সাধারণভাবে বাংলাদেশের বাসিন্দা হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধি কোন ট্রাস্ট বা মিশন কর্তৃক পরিচালিত কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১০। এই সংবিধি অনুযায়ী গঠিত গভর্ণিং বডির কার্যকাল ইহার সভাপতি পদে মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য হইবে। সভাপতি পদে মনোনয়নদানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গভর্ণিং বডির প্রথম সভা আহবান করিতে হইবে।

১১। গভর্ণিং বডির নিয়মিত সভায় কোরামের জন্য ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন কারণে নতুন গভর্ণিং বডির সভাপতি মনোনয়নে বিলম্ব ঘটিলে পূর্ববর্তী গভর্ণিং বডি ভাইস-চ্যান্সেলর এর অনুমতিক্রমে অনুর্ধ ৩ (তিন) মাস কার্যকর থাকিবে।

১২। **মামলা-মোকাদ্দমা বা অন্যকোন কারণে** গভর্ণিং বডির সভাপতির অনুপস্থিতিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বিল-এ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

১৩। গভর্ণিং বডির কোন সদস্য পদের শূন্যতা অথবা গভর্ণিং বডির কোন পদে নিযুক্তি বা মনোনয়নদানে বিলম্ব বা ত্রুটির কারণে গভর্ণিং বডির কার্যক্রম বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৪। **গভর্ণিং বডির সদস্য হওয়ার/থাকার অযোগ্যতা ঃ**

কোন ব্যক্তি কোন কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না অথবা সদস্য হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না :

(ক) যদি তিনি সেই কলেজের স্বার্থ বিরোধী বা ইহার সুনাম নষ্ট হয় এইরূপ কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন অথবা কোন ভাবে তাহাতে সহায়তা দান করেন, অথবা

(খ) যদি বাংলাদেশের কোন আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোন আদালতে তিনি নৈতিকতা বিরোধী কোন অপরাধের কারণে দণ্ডিত হইয়া থাকেন, অথবা

(গ) যদি তিনি গভর্ণিং বডির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার লিখিত অবগতি ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় যোগদান করিতে ব্যর্থ হন **(বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে)**, অথবা

(ঘ) যদি তিনি কলেজে শিক্ষক ব্যতীত অন্য কোন কর্মচারী হন অথবা নির্বাচিত হওয়ার পরে একজন কর্মচারী নিযুক্ত হন।

(ঙ) যদি তিনি সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষার্থী হন।

১৫। **গভর্ণিং বডি বাতিলকরণ ঃ**

(ক) নিম্নের (খ) উপধারায় বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থা এবং অন্যান্য অনুরূপ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, গভর্ণিং বডি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ মোতাবেক কলেজের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে বা কাজ চালাইয়া যাইতে ব্যর্থ হইয়াছে, তবে সিন্ডিকেট এই গভর্ণিং বডি বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(খ) সিন্ডিকেট যে তারিখ উল্লেখ করিবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাতিলকৃত গভর্ণিং বডির কার্যক্ষমতা সেই তারিখ হইতে রহিত হইবে।

(গ) ডিগ্রী কলেজ হিসাবে প্রথম অধিভুক্তির পরে সংশ্লিষ্ট উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গভর্ণিং বডি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **গভর্ণিং বডির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

(ক) কলেজের নির্বাহী সংগঠন হইবে এবং কলেজের সম্পত্তি ও তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি বা রেগুলেশনের মাধ্যমে অধ্যক্ষকে প্রদত্ত ক্ষমতা সাপেক্ষে সংবিধি ও রেগুলেশন মোতাবেক কলেজের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করিবে;

(গ) অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সকল নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, গভর্ণিং বডির অবগতি ও অনুমোদনক্রমে কলেজের অন্যান্য কর্মচারীগণ অধ্যক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(ঘ) যেইভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেইভাবে পদ সৃষ্টি করিবে এবং বেতনক্রম ও সুবিধাদি নির্ধারণ করিবে;

(ঙ) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, বেতনক্রম, ভাতা, অবসরভাতা ও গ্রাচুইটির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত চাকুরী বিধি অনুযায়ী কাজ করিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজের কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত বা অব্যাহতি প্রদানের পূর্বে অভিযুক্ত শিক্ষককে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিবার এবং বক্তব্য থাকিলে তাহা পেশ করিবার সুযোগ দান করিতে হইবে।

(চ) কলেজের পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উইলকৃত অথবা দানকৃত অথবা হস্তান্তরিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি গ্রহণ, বিনিয়োগ ও পরিচালনা করিবে;

(ছ) প্রয়োজন মোতাবেক কমিটি গঠন করিবে ;
তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের পূর্বে গভর্ণিং বডি তাহা পর্যালোচনা করিবে এবং ঐ সুপারিশমালা গ্রহণ, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে;

(জ) কলেজের যাবতীয় অর্থ, হিসাব, বিনিয়োগ, সম্পত্তি এবং সকল প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে বিধি সংগতভাবে এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি, রেগুলেশন ও প্রবিধান মানিয়া চলিবে। তবে সংশ্লিষ্ট সংবিধি, রেগুলেশন ও প্রবিধানে উল্লেখ নাই এইরূপ সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে কলেজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(ঞ) কলেজে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা, পাঠ্য বিষয়, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময় সময় যে সকল নির্দেশমালা জারি হইবে গভর্ণিং বডি তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(ট) সংবিধি ও রেগুলেশন দ্বারা শিক্ষকগণের নিয়োগ, চাকুরীর শর্তাবলী, তাঁহাদের যোগ্যতা, পারিশ্রমিক, কর্তব্য, দায়িত্ব, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ছাত্র/ছাত্রীগণের সুবিধা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত যাবতীয় নির্দেশ গভর্ণিং বডি মানিয়া চলিবে।

(ঠ) ১. গভর্ণিং বডি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী দক্ষতার সহিত কলেজ পরিচালনার জন্য নিয়মিতভাবে সভায় মিলিত হইবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;
২. বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক কলেজের বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;
৩. গভর্ণিং বডি কলেজের বার্ষিক বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে;
৪. কলেজ তহবিলের হিসাব যথাযথ সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

১৭। **গভর্ণিং বডির সভা পরিচালনা পদ্ধতি ঃ**
গভর্ণিং বডির সভা সাধারণত: যুক্তিসংগত বিরতি সহকারে বৎসরে যতবার প্রয়োজন ততবারই অনুষ্ঠিত হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে, কোন বৎসর অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা ৩ (তিন) এর কম হইবে না (জরুরী ও বিশেষ সভা ব্যতীত)।

১৮। গভর্ণিং বডির সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সদস্য-সচিব সভার তারিখ নির্ধারণ করিবেন। একাধিকবার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও অধ্যক্ষ সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা অধ্যক্ষ নিজেই গভর্ণিং বডির আইনগত প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে সভা আহবানের ব্যাপারে সভাপতির সহিত সহযোগিতা না করিলে সভাপতি কলেজের সার্বিক স্বার্থে নিজেই সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১৯। সদস্য-সচিব ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আলোচ্য বিষয় সম্বলিত সভার বিজ্ঞপ্তি গভর্ণিং বডির সভাপতি ও সকল সদস্যের নিকট রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বা বার্তা বাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করিবেন।

২০। ন্যূনপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত তলব প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সদস্য-সচিব গভর্ণিং বডির তলবী সভা আহবান করিবেন।

২১। বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সভাপতির পরামর্শক্রমে গভর্ণিং বডির জরুরী সভা লিখিতভাবে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাইবে এবং এই ধরনের সভা কলেজের অবকাশকালীন সময়েও অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

২২। সদস্য-সচিব সভার কার্যবিবরণী বহি সংরক্ষণ করিবেন এবং গভর্ণিং বডির সভার সিদ্ধান্তসমূহ উক্ত বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পরবর্তী সভায় উহা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

২৩। গভর্ণিং বডির সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুমোদনক্রমে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্য ঐ সভার সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।

২৪। কোন শিক্ষককে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত: ২ (দুই) জন গভর্ণিং বডির সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

২৫। **বেসরকারি কলেজের সদস্য-সচিব হিসাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব ঃ**

(ক) উপরের ১৮ থেকে ২২ ধারায় উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সদস্য-সচিব হিসাবে কলেজের তহবিল ও সম্পত্তির দলিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবেন।

(খ) নতুন খসড়া বাজেট প্রণয়ন, ছুটির তালিকা প্রস্তুত এবং বিনাবেতনে পড়ার উপযোগী ছাত্র/ছাত্রীগণের তালিকা প্রস্তুতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং এই সকল বিষয় গভর্ণিং বডির সভায় পেশ করিবেন।

(গ) তিনি শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গভর্ণিং বডির সভায় পেশ করিবেন।

(ঘ) কলেজের স্বার্থে যে কোন বিষয় গভর্ণিং বডির গোচরীভূত করিবেন;

(ঙ) তিনি সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৬। **সরকারি কলেজের গভর্ণিং বডির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ছাড়াও সরকারি কলেজের গভর্ণিং বডি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে ঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও রেগুলেশন এবং সরকারি নির্দেশ মোতাবেক নিয়মিত সভায় মিলিত হইবে এবং সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ দান করিবে;
অধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করিবে;

(খ) কলেজের উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে তাহা সংশোধনের সুপারিশ করিবে।

(গ) বিশেষ পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষের অনুরোধে কলেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা বিবেচনা করিবে এবং তাহার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করিবে;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

২৭। **গভর্ণিং বডির নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** গভর্ণিং বডির নির্বাচন সাধারণত: শিক্ষাবর্ষের প্রথমভাগে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে গভর্ণিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) অধ্যক্ষ শিক্ষকগণের মধ্যে হইতে তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র আহবান করিবেন এবং নির্দিষ্ট তারিখের পরে আর কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া শিক্ষকগণকে জানাইয়া দিবেন। যে কোন শিক্ষক ৩ (তিন) জন শিক্ষকের (অন্তত: একজন মহিলা শিক্ষকসহ) নাম মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন। অধ্যক্ষ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং নাম ঘোষণা করিবেন।

(গ) যদি প্রার্থীর সংখ্যা ৩ (তিন) এর অধিক না হয় তবে তাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(ঘ) যদি প্রার্থীর সংখ্যা ৩ (তিন) জন-এর অধিক হয় তবে অধ্যক্ষ একটি নির্দিষ্ট তারিখে তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

(ঙ) ভোট গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হইবার সংগে সংগেই প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে ভোট গণনা করা হইবে। যে ৩ (তিন) জন প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পাইবেন তাঁহারাই নির্বাচিত বলিয়া অধ্যক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হইবেন। যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পান তবে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন হইবে। তবে শর্ত থাকে যে,
শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত ৩ (তিন) জন প্রতিনিধির মধ্যে কোন মহিলা শিক্ষক নির্বাচিত না হইলে সে ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ২ (দুই) জন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মহিলা

শিক্ষকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত/মনোনীত একজন মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণিং বডিতে অর্ন্তভুক্ত হইবেন।

(চ) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন সমস্যা এই বিধি অনুসারে সমাধান করা না গেলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান-এর ক্ষমতা অধ্যক্ষের থাকিবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। **অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন ঃ**

(ক) গভর্ণিং বডির সভাপতির সাধারণ তদারকিতে তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত তারিখে ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবকগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। এই নির্বাচনে সভাপতি নিজে অথবা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসার-এর দায়িত্ব পালন করিবেন। যিনি প্রথম শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা/অধ্যক্ষ/ কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকে (সহকারী অধ্যাপকের নীচে নয়) নিযুক্ত হইবে।

(খ) নির্বাচনের ন্যূনপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থান কলেজের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হইবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অভিভাবকগণকে অবহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তি প্রদানের তারিখে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী কলেজের নিয়মিত (ভর্তিকৃত, পুনঃভর্তিকৃত এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়নি এমন) ছাত্র-ছাত্রী থাকিবে শুধুমাত্র তাহাদের বিধিসম্মত (বাবা-মা) অভিভাবকগণই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। ঠিকানাসহ এইরূপ অভিভাবকগণের একটি তালিকা অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রণয়ন করা হইবে যাহা অভিভাবকগণের 'ভোটার তালিকা' হিসাবে বিবেচিত হইবে। তবে পিতা মাতার অবর্তমানে মনোনীত বিধিসম্মত অভিভাবক, অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(গ) উপধারা (খ) মোতাবেক একজন অভিভাবক সর্বাধিক ৩ (তিন) জন অভিভাবকের নাম গভর্ণিং বডিতে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব/সমর্থন করিতে পারিবেন। অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রস্তাবিত ব্যক্তির লিখিত সম্মতি ও ঠিকানাসহ মনোনয়ন পত্র ব্যক্তিগতভাবে অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অধ্যক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। অধ্যক্ষ এইভাবে মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের একটি তালিকা অভিভাবকগণের অবগতির জন্য নির্বাচনের ন্যূনপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে কলেজ নোটিশ বোর্ডে লাগাইয়া রাখিবেন। একজন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে অনুপস্থিত থাকিয়াও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন, তবে সেই ক্ষেত্রে তাঁহার লিখিত সম্মতিপত্র থাকিতে হইবে;

(ঘ) যদি প্রার্থীদের সংখ্যা তিন অথবা তাহার কম হয়, তবে সভাপতির অনুমোদনক্রমে অধ্যক্ষ তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন;

(ঙ) যদি সংখ্যা ৩ (তিন)-এর অধিক হয় তবে নির্বাচন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ, সময় ও স্থানে গোপন ব্যালটের মাধ্যম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। একজন ভোটার সর্বাধিক ৩ (তিন) জনকে ভোট দান করিবেন। চেয়ারম্যান বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি এই নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করিবেন। পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদত্ত ছকের অনুরূপ ব্যালট পেপারে গোপন ভোট অনুষ্ঠিত হইবে। ভোট-এর জন্য নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান ও সময়ে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নিযুক্ত ৩ (তিন) জন ব্যক্তি ভোট সমাপ্ত হইবার পরে ভোট গণনা করিবেন;

(চ) একজন ভোট দাতা ব্যালট পেপারে একজন প্রার্থীর নামের পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে একটি মাত্র ক্রস (×) চিহ্নের মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই একজন প্রার্থীর নামের পার্শ্বে একাধিক ক্রস (×) দেওয়া যাইবে না। কোন ভোট দাতা ইচ্ছা করিলে একাধিক প্রার্থীকে ভোটদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন। কোন অভিভাবক ডাকযোগে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারিবেন না;

(ছ) প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের সম্মুখে গণনাকারীগণ ভোট গণণা করিয়া নির্বাচনের ফলাফল প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন। সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত প্রথম তিনজন অভিভাবক নির্বাচিত বলিয়া প্রিজাইডিং অফিসার সভাপতির অনুমোদনের পরে ঘোষণা করিবেন। যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পান তবে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন হইবে।

(জ) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কোন বিধির অভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঝ) মৃত্যু, ইস্তফা বা অন্য কোন কারণে গভর্ণিং বডির অভিভাবক প্রতিনিধি পদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিকে গভর্ণিং বডি কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্য পদে অবশিষ্ট সময়ের জন্য মনোনয়ন করিতে পারিবে।

২৯। **প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও হিতৈষী প্রতিনিধি নির্বাচন ঃ**

(ক) অধ্যক্ষ অথবা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির তদারকিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও হিতৈষীগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(খ) নির্বাচনের তারিখের ন্যূনপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও হিতৈষী প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া অধ্যক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি দিবেন। এই বিজ্ঞপ্তির পূর্বে তিনি প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও হিতৈষীগণের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

(গ) নির্বাচনী সভায় উপস্থিত প্রতিষ্ঠাতা, দাতা এবং হিতৈষীগণের নিকট হইতে অধ্যক্ষ মনোনয়নপত্র আহবান করিবেন। প্রতিষ্ঠাতা, দাতা এবং হিতৈষীগণের মধ্যে হইতে প্রত্যেক ক্যাটাগরীর জন্য প্রতিনিধির নাম সেই ক্যাটাগরীর সদস্যদের একজন প্রস্তাব ও একজন সমর্থন করিবেন;

(ঘ) প্রত্যেক ক্যাটাগরী হইতে মনোনীত প্রার্থীগণের সংখ্যা একজন হইলে সভাপতির অনুমোদনক্রমে অধ্যক্ষ সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত সদস্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন;

(ঙ) কোন ক্যাটাগরীতে প্রার্থী সংখ্যা একাধিক হইলে সেই ক্যাটাগরীর জন্য অধ্যক্ষ প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন পরিচালনা করিবেন;

(চ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার এক টুকরা কাগজের কোণায় অনুস্বাক্ষর করিবেন এবং ঐ কাগজ প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও হিতৈষী ভোটারগণকে সরবরাহ করিবেন। প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও হিতৈষী ভোটারগণ উল্লিখিত কাগজে নিজ ক্যাটাগরীর একজন প্রার্থীকে ভোট দিবেন এবং ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম লিখিয়া প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট কাগজটি জমা দিবেন। সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত একজন প্রতিষ্ঠাতা, একজন দাতা ও একজন হিতৈষী নির্বাচিত বলিয়া সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রিজাইডিং অফিসার ঘোষণা করিবেন।

(ছ) মৃত্যু, ইস্তফা বা অন্য কোন কারণে গভর্ণিং বডির কোন নির্বাচিত সদস্যের এক বা একাধিক পদ শূন্য হইলে গভর্ণিং বডি কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্য পদ বা পদসমূহে সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবে।

৩০। অন্য কোন বিধিতে এই সংবিধির বিপরীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই সংবিধির বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৩১। এই সংবিধিতে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকিলে সে সম্পর্কে সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সিনেটের পরবর্তী অধিবেশনে তাহা অবহিত করিতে হইবে।

৩২। **বাতিলকরণ ও সংরক্ষণ ঃ**

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৫ এতদদ্বারা বাতিল করা হইল।

২. উক্তরূপ বাতিলকরণ সত্ত্বেও বাতিলকৃত সংবিধির অধীনে কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই সংবিধির অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

কলেজ গভর্ণিং বডির বিধিসম্মত অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন.....
সাল..... কলেজ।

ব্যালট পেপার

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	ভোটের জন্য ক্রস চিহ্ন (×)
১	২	৩
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৫ এর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং ইহা পূর্ণাঙ্গ সংবিধি **"জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ণিং বডি (সংশোধিত) সংবিধি ২০১৯"** নামে অভিহিত হইবে।

(এই রেগুলেশন ২২.০৬.২০১৯ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সুপারিশকৃত, ২৪.০৬.২০১৯ তারিখে সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত এবং ২৯.০৬.২০১৯ তারিখে সিনেট সভায় অনুসমর্থিত)

মোল্লা মাহফুজ আল-হোসেন
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।